রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
আদায় বিভাগ
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।

সকল শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়/ স্থানীয় কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা আরবিটিআই সহ প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের প্রতি ঃ

সার্কুলার নং ঃ প্রকা/আদায়/০৩
তারিখ ঃ ২৬/০৪/২০১১ ইং

বিষয়ঃ-**খেলাপী ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস (মে - জুন '২০১১)পালন প্রসংগে।**

রূপালী ব্যাংককে অধিকতর লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে খেলাপী ঋণ তথা শ্রেনীবিন্যাসিত ও অবলোপনকৃত ঋন আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। খেলাপী ঋণ যত বেশী আদায় হবে ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং সৃষ্টি হবে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল। বর্ণিত বিষয়ে উল্লেখ করা যাচেছ যে,অত্র ব্যাংকের ডিসেম্বর/১০ ভিত্তিক মোট ঋণ টাঃ ৬৩২৩.১৯ কোটি টাকা (কর্মচারী ঋণ ব্যতীত) এর মধ্যে শ্রেনীবিন্যাসিত ঋণ হচেছ টাঃ ৭৯০.২৭ কোটি, যা মোট ঋণের ১২.৫০ % । এছাড়াও অবলোপনকৃত ঋণ অনাদায়ী আছে ৬১৪.৮২ কোটি টাকা । বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MOU চুক্তিতে এ বৎসর খেলাপী ঋণ হতে নগদ ২০০.০০ কোটি টাকা আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মে-জুন'২০১১ মাসকে খেলাপী ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস হিসাবে পালন করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস ২০১১ উদযাপনের নিয়মকানুন ও রূপরেখা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ-

০১। প্রত্যেক শাখার অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে একটি এবং শাখার বাইরে দৃশ্যমান স্থানে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক/ মোড়/বাণিজ্যিক কেন্দ্রে খেলাপী ঋণ আদায় মাস সংক্রান্ত আরও একটি ব্যানার লাগাতে হবে। ব্যানারের কাপড় হবে সাদা এবং তার উপর মেরুন অক্ষরে লিখতে হবে।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড খেলাপী ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস (মে-জুন'২০১১) খেলাপী ঋণ পরিশোধ করে নিজে দায়মুক্ত হউন, সন্তানদের দায়মুক্ত রাখুন।

০২। আঞ্চলিক ও শাখা প্রধানগনকে ইস্তেহার প্রাপ্তির সংগে সংগে তার অঞ্চলের/ শাখার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে খেলাপী ঋণ আদায় মাস পালনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে।

০৩। **আদায় মাসে বিশেষ ঋণ আদায় কার্যক্রম নিম্নোক্ত ভাবে পরিচালনা করতে হবে ঃ**

(ক) ঋণ আদায়ের সুবিধার্থে হাল নাগাদ শ্রেনীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তালিকায় ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম,মালিকের নাম,ঠিকানা,শ্রেনীকৃত হওয়ার তারিখ, ঋণের বর্তমান স্তর,বকেয়ার পরিমান,জামানতের বিবরন ও তাৎক্ষনিক বিক্রয় মূল্য,মামলার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সকল তথ্যাদি উল্লেখ থাকবে।

(খ) প্রতিটি শ্রেনীকৃতঋণ ও অবলোপনকৃত গ্রহীতার সঙ্গে যোগাযোগ করার নিমিত্তে শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে কমপক্ষে ২ জন করে টিম গঠন করে শাখার বকেয়া ঋণ গ্রহীতাদের কাছে পাঠাতে হবে। প্রত্যেক গ্রুপে একজন দলনেতা থাকবে। এভাবে ঋণ আদায় মাসে শাখার প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শাখার সকল শ্রেনীকৃত/অবলোপনকৃত ঋণ গ্রহীতার নিকট পর্যায়ক্রমে এবং উপর্যুপরি যোগাযোগ করে তাগাদার মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(গ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায়কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ডিসেম্বর,২০১১ এর মধ্যে অবলোপিত ঋণ সম্পূর্ণ আদায়ের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঘ) প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ অঞ্চল ও কর্পোঃ শাখা এবং শাখাসমুহ পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন কালীন সময়ে অঞ্চল প্রধান ও কর্পোঃ শাখা প্রধানগণ খেলাপী গ্রাহকদের সাথে মহাব্যবস্থাপকের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। প্রতিটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করতে হবে।

(ঙ) চলতি বছরের আদায় লক্ষ্যমাত্রাকে মাস ওয়ারী ভাগ করে ৬ মাসের (জুন পর্যন্ত) আদায় লক্ষ্যমাত্রাকে আদায় মাসের আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। নতুন করে যাতে ঋণ শ্রেনীকৃত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) **শাখা প্রধানের করনীয়** ঃ-

শাখা প্রধান ব্যক্তিগত ভাবে শাখার প্রতিটি বকেয়া ঋণ গ্রহীতার সংগে সাক্ষাৎ করে ঋণ পরিশোধের অনুরোধ জানাবেন। যে গ্রাহকের জন্য যে পলিসি/কৌশল প্রয়োগে ঋণ আদায়ে সহায়ক হবে ব্যবস্থাপক সে কৌশল প্রয়োগ /অবলম্বন করবেন।

চলমান পাতা-২

বিষয়ঃ- **খেলাপী ঋণ আদায়ের বিশেষ মাস (মে -জুন'২০১১)পালন প্রসংগে।**

(ছ) **অঞ্চল প্রধানের করনীয়** ঃ-
অঞ্চল প্রধান প্রতিটি শাখার বৃহত্তম ১০ জন খেলাপী ঋণ গ্রহিতার সংগে সাক্ষাৎ করে ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা নিবেন। অঞ্চল প্রধান কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রয়োগ করবেন।

(জ) **প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শনবৃন্দের করনীয়** ঃ
আদায় মাসের তৎপরতা সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের জন্য মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ পর্যায়ক্রমে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে যাবেন । অঞ্চল ও কর্পোঃ শাখা প্রধানগণ ঋণ গ্রহীতাদের সাথে মহাব্যবস্থাপকগণ এর সাক্ষাতের এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সকল ব্যবস্থা আগে ভাগেই সম্পন্ন করে রাখবেন।

(ঝ) মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অঞ্চল/কর্পোরেট শাখা সমূহে আদায়কার্য পরিদর্শন করবেন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় মাসের শুরুতে একবার এবং পরবর্তী মাসে একবার অর্থাৎ মোট দুইবার অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন শেষে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দিবেন।

০৪। অঞ্চল প্রধানগন ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ অঞ্চলাধীন শাখার আদায় কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি/পর্যবেক্ষন/পর্যালোচনা করবেন।

০৫। আদায় মাস শেষে একটি পুর্ণাঙ্গ আদায় প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগে পাঠাতে হবে।(আদায় প্রতিবেদনের ফরমেট সংযুক্ত)

০৬। শাখা হতে পাক্ষিক ভিত্তিতে টেলিফোন/ফ্যাক্সের মাধ্যমে আদায় অগ্রগতির তথ্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগে পাঠাতে হবে।

০৭। আদায় মাসে প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগ খেলাপী ঋণ আদায় সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পেন্ডিং না রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।কোন সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগে ১৫দিনের বেশী পেন্ডিং রাখা যাবে না।

০৮। শাখা ব্যবস্থাপক/অঞ্চল প্রধানগন ব্যাংকের আইনজীবিদের সাথে বিচারাধীন মামলাগুলির হালনাগাদ অবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

০৯। বিভিন্ন খেলাপী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক রীট মামলা দায়ের করার কারণে গ্রাহকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নিষ্পত্তি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে যা খেলাপী ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ে দুই জন আইন উপদেষ্টা নিয়োগ দান করা হয়েছে। তাঁরা রীট মামলা সমুহ ত্বড়িৎ নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত আইন উপদেষ্টা জনাব হারুনুর রশিদ মজুমদার চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট এবং বরিশাল বিভাগের এবং আইন উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ নুরল হক ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের রীট মামলা সমুহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। একই ভাবে প্রধান কার্যালয়ের আইন উপদেষ্টাগণ ৯ নং অনুচ্ছেদের বিভাগ ওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত বিচারাধীন মুল মামলা এবং জারী মামলা সমুহ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। আদালতের বাইরে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বকেয়া ঋণ আদায় প্রচেষ্টা খেলাপী ঋণ আদায়ের মাসে ও অব্যাহত রাখতে হবে।

১২। প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগ সামগ্রিক ভাবে ঋণ আদায় মাসের কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও পর্যালোচনা সহ সার্বক্ষনিক ভাবে আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

পরিশেষে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ও সক্রিয় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসিত/অবলোপনকৃত /মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় করে ব্যাংকের আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সফল করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচেছ।

(মোঃ পেয়ার আহমেদ ভুঁইয়া)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(হোসনে আরা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক(আদায়)